ধুম্রজাল

মাহমুদা রুনু

ধুম্রজাল -
যেন এক যাদুকন্যা !
অথবা
যেন হ্যামিলনের বংশীবাদক। তার
সন্মোহনে তাড়িত
সকাল-সন্ধ্যা ।
বিস্মিত মহাসমুদ্রে
ডুবে ডুবে ভেসে থাকা ।
বিজ্ঞানের মহা জাড়ি-জুড়িতে
জালের পরতে পরতে
খাবি খাওয়া এপার ওপার ।
সব পাওয়া আর না পাওয়া
হন্যে মানুষ, বঙ্গজননী ।

ইন্টারনেট যাকে বলি ধুম্রজাল ।
সে জালে -
লটকে আছে মানবসভ্যতা
মাকরসার আদলে ।

ল্যাপটপ, ফেসবুক, আইপড, আইফোন,
আইপ্যাড, চ্যাট, ইমেইল ———- ।
সন্তানের হোমওয়ার্ক মিউজিকের চিৎকারে ,
চোখের সামনে সব পর্দার সারি -
টিভি পর্দায় প্রিয় সিরিজ, অবশ্য অনুকরনীয় !
ল্যাপটপের পর্দায় ধুম্রজাল, শিক্ষার অংগ - অতি আবশ্যিক ।
কানে বোতাম - আইপডের পর্দায় প্রিয় মিউজিক, প্রেরনা ।
আইফোনের পর্দায় চলছে নীরব কথোপকথন, নেটওয়ার্ক ।
সাবাস !!মালটিটাসকিং ব্রেইন ! বিজ্ঞানের বেগ !
সাবাস !! বৈজ্ঞানিক পাঠ-অভ্যাস !!

ধুম্রজালে পাঠ,
ধুম্রজালে অ-পাঠ
ধুম্রজালে কেনা-বেচা
ধুম্রজালে খেলা-বিনোদন

কতো কি! কতো কি! বোতামে চাপ দেয়া শুধু ।
জানা-অজানার বাইরেও বিপুল বিশাল ।
ধুম্রজালে জীবন বাধা পরতে পরতে ।
আছে ভালোর আগাথ বিস্তার
আবার মন্দের অশুভ অবাধ ।

ধুম্রজালের জীবন ওদের ।
ধুম্রজালে খুজে নেয় মনের মানুষ - জীবন সঙ্গী,
দেখতে হয়না সজল আখির চমক
শুনতে হয়না কন্ঠের আবেগ ।
কী দুর্দান্ত মনোবলে সঙ্গী নির্বাচন ।
কী অসীম প্রবল আবেগ ধুম্রজালের বেগে ।
বিস্ময়ে মিলিয়ে যায় সীমারেখা - অজানায় ——

পার্টি-হৈহুল্লোরে ঠাসা উইকেন্ড
আবরনে-আচরনে উচাটন
দৃষ্টি যেন হেথা নয় ।
জননী কম্পিত বক্ষে দুহাত বাড়িয়ে দেন
বাধার প্রাচীর ।
সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার উজার করে
শেখাতে চান মুল্যবোধ,
পারিবারিক আচরনবিধী ।
প্রাণপন প্রচেষ্টায় বুকে আগলে বোঝাতে চান
সন্তানকে —
পৌছুতে হবে ওই হোথা
সাফল্যের সুউচ্চে ।
কাঁধ ঝাকানো জবাব আসে - ‘‘ব্যাকডেটেড‘‘ !
কোন ভাষার প্রকাশে বোঝানো সহজ হয় না
‘‘যা কিছু সনাতন তা-ই আধুনিক‘‘ ।
ধুম্রজালে প্রতিনিয়ত হাল হারিয়েও তিনি
শক্ত মনোবলে ধরে থাকেন হাল ।
তাঁর রাত-দিন একাকার ।
খেই হারা, হাল ধরা, উদ্বিগ্ন ।
সুদৃঢ় পণ -
‘বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ছাড়বোনাকো হাল‘ ।
প্রায়শঃই ঝড় উঠে —
আবরন-আভরন-আচরনের প্রশ্নে,
পার্টি-হুল্লোর-বিনোদনের প্রশ্নে,
প্রফেশন-ননপ্রফেশন বিভেদের প্রশ্নে,

সধর্ম-সগোত্র সঙ্গী নির্বাচনের প্রশ্নে ।
সংস্কৃতির বিভেদ যোজন ক্রোশ
একতারে গাথতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ।
জননীর বেষ্টন থেকে ছিড়তে ছিড়তে
সুক্ষ সুক্ষ সুতোয় সামান্য বাধা
সন্তানের আজ, কাল, পরশু ।

ধুম্রজালে খোঁজেন প্রতিকার ।
কোথায় সে যতি?
কোথা সেই সুক্ষ সীমারেখা?
কোথা বাঁধলে বাধবেনা লড়াই,
কোথায় দাড়ালে তিনি হবেন
অদৃশ্য দেয়াল বাড়ন্ত সন্তানের,
আপাতঃ নিশ্চিত ভবিষ্যতের
পথের দিশারী ।

সন্তানকেও লড়াই করতে হয়, প্রতিক্ষনে ।
তার জীবন ধুম্রজাল এক।
ঘর ও বাহিরের বিস্তর দুরত্ব ।
সংস্কৃতি-ধর্ম-আবরন-আচরন সবেতেই
বুদ্ধির খেলায় তাকেও খেলতে হয়
জাগলিং-ব্যালানস ।
জননীর কঠিন আর্তি তাকে বিচলিত করে,
চঞ্চল আধুনিকতার চুম্বক করে প্রবল আকর্ষন ।
কঠিন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ।
প্রতিনিয়তই তার সামনে আসে নতুন নুতন চ্যালেঞ্জ
দ্বিধা-দ্বন্ধে গ্রহন-বর্জন ।
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা রোজ
অস্তিত্ব রক্ষার জন্য —
শিক্ষায়তনে, কর্মক্ষেত্রে, পথে-প্রান্তরে,
খেলায়-আনন্দে,
জন্মসুত্রে নাগরিকত্বের সত্য সত্বেও ।
ধুম্রজালে জীবন - অনন্তের পথে আত্মাহুতি ।

অভিবাসনের অভিশাপ ।

জননী-সন্তানের জটিল জীবন
সেচ্ছা অভিবাসনের তিরস্কার ।
পুরস্কার -

সন্তান আছে
১০০ ভাগ খাটি দুধে-ভাতে,
বিশ্বখ্যাত শিক্ষায় সমৃদ্ধ,
সন্ত্রাসহীন জনপদে,
সর্বাধুনিক চিকিৎসায়,
সর্বোন্নত পরিবেশে ।

যে জননী জয়-পরাজয়ের জাগলিং-ব্যালানসকে
স্বাচ্ছন্দে জীবনের অংশে ধারণ করেছেন
তার জন্য সাধুবাদ ।
যিনি বিজয়ের মুকুট নিয়ে রত্নগর্ভা
তাঁকে স্যালুট ।
আর যিনি মাঝপথে প্রায় দিশেহারা
তার জন্য রইলো অফুরন্ত আত্মবিশ্বাসের আশ্বাস ।
হে মহাজীবন,
ধুম্রজালের পরতে পরতে দাও
শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের বিস্ময় ।
সকল জননী-সন্তান যেন
মমতার প্রগাঢ় অদৃশ্য জগতে থাকে
সত্যাসত্যের উর্ধে ।
তাদের তরে থাক
মহামহীমাময় ধুম্রজাল জীবন।

৪ নভেম্বর ২০১০